প্রকাশ্যে এক মহিলাকে বাঁশ দিয়ে পেটানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্য রাস্তায় এক মহিলাকে বাঁশ দিয়ে পোচ্ছেন কয়েকজন হামলাকারী। আর সেই দৃশ্যই দাঁড়িয়ে দেখছেন আশপাশের লোকজন। স্ত্রীকে বাঁচাতে জখম স্বামীও হামলাকারীদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তার মধ্যেই চলছে হাতে বাঁশ নিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতীর মহিলাকে ঘিরে ব্যাপক মারধর। মালদার মোথাবাড়িতে এমন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ব্যাপক শোড়গোল পড়ে গিয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডের মধ্যেই মঙ্গলবার মালদার মোথাবাড়ি থানার চাঁনপুর এলাকার মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে মারধরের ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। ইতিমধ্যে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে খোঁজ শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। আর এমন ঘটনার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। যদিও এই বিষয়টিকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে দেখছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

মোথাবাড়ির তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বক্তব্য, 'কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে সেটা জানি না। কিন্তু ঘটনাটি যদি সত্যি হয় সেটা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। অবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করার কথা পুলিশকে জানানো হয়েছে।' পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত গৃহবধূর নাম পিয়ারী বিবি (৩৫)। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আহত মহিলার স্বামী বাবুল শেখ (৫০)। তিনিও জখম হয়েছেন। তাঁদের এক নাবালিকা মেয়েকেও মারধর করেছে হামলাকারীরা বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিষয়কে ঘিরে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তাজমুল শেখের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছে বাবুল শেখের পরিবারের। তাজমুল শেখ বাবুলদের কয়েক কাঠা জায়গা জোর করে দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সেই জায়গা দখলকে ঘিরেই নতুন করে বিবাদ বাধে। তখনই বাবুল শেখের ওপর প্রথমে হামলা চালায় তাজমুল শেখ ও তাঁর দলবল। সেই সময় স্বামীকে বাঁচাতে গিয়েই আক্রান্ত হন ওই গৃহবধূ। হামলাকারীরা রাস্তায় ফেলে ওই মহিলাকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ।

আহত মহিলার স্বামী বাবুল শেখ বলেন, 'ওরা আমাদের জমি জোর করে দখল করতে চাইছে। তারই প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এরপরই অভিযুক্ত তাজমুল শেখ একটি রাজনৈতিক দলের মদত নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। রাস্তায় ফেলে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়েছে। পুলিশকে পুরো ঘটনার অভিযোগ জানিয়েছি। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।' মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

৮০টি মাটির বাড়ি ভেঙে গৃহহীন বহু পরিবার, এমপি-এমএলএদের এলাকায় দেখা নেই, দাবি সাধারণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত কয়েকদিন টানা নিম্নচাপের বৃষ্টি আর যার জেরে দিকে দিকে ভোগান্তির ছবি। একই ভাবে ইন্দাস ব্লক এলাকা জুড়ে মোট ৮০টি মাটির বাড়ি ভেঙেছে। গৃহীন অবস্থায় বহু পরিবার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গৃহহীনদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে ত্রাণশিবিরে। অসহায়দের পাশে রয়েছে প্রশাসন জানাচ্ছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। অন্যদিকে দুর্গত মানুষদের দাবি, এলাকার মানুষ চরম সমস্যায় রয়েছে। এই সময় এলাকায় যে সমস্ত এমপি, এমএলএরা রয়েছেন তাঁদের দেখা নেই। অন্যদিকে এই ঘটনাকে সামনে রেখে শাসক-বিরোধী তরজা তুঙ্গে।

ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদের দাবি, কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনা টাকা আটকে রেখেছে তাই সাধারণ মানুষ ঘর পাচ্ছে না। যে সমস্ত অসহায় মানুষদের মাটির বাড়ি ভেঙেছে তাদের প্রত্যেকেরই আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে। কেন্দ্র সরকার সময়মত আবাস যোজনা টাকা দিলে হয়তো এই দুর্ভোগে পড়তে হত না এলাকার মানুষদের। এলাকায় রয়েছে বিজেপির এমপি, এমএলএ মানুষের সমস্যার সময়ে পাশে দাঁড়ায় না শুধু ভোটের সময় রাজনীতি করতে আসে। তিনি এমপি এমএলএদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা কেন্দ্রকে চিঠি লিখুন আবাস যোজনার টাকা ছাড়তে বলুন এই অসহায় মানুষগুলির জন্য।'

ইন্দাস ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত জানান, এখনও পর্যন্ত ইন্দাস ব্লক এলাকায় আশিটি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। অসহায় হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষরা। পাশাপাশি অসহায় দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেখানে তাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পাশাপাশি আরও মাটির বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশা করছেন তিনি। অন্যদিকে এই সমস্ত মানুষগুলো দ্রুত কী ভাবে সরকারি বাড়ি পায় তার সুবন্দোবস্ত করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ডিভিসি জল ছাড়ল আড়াই লাখ কিউসেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়ালো ডিভিসি। এদিন বেলা ১১ টার পর থেকে আড়াই লাখ কিউসেক হারে জল ছাড়া শুরু হল। মাইথন জল ছাড়া শুরু করল ১ লাখ ৮০ হাজার কিউসেক হারে। পাঞ্চেত জল ছাড়া শুরু করল ৭০ হাজার কিউসেক হারে।

যদিও মঙ্গলবার সকালে থেকে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫০০ কিউসেক হরে জল ছাড়া শুরু করেছিল ডিভিসি। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা জেলার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে ডিভিসির দুই জলাধারে জল বাড়ছে। তাই ডিভিসির দুই জলাধার মাইথন ও পঞ্চায়েত জল ছাড়া শুরু করে। সোমবার সন্ধ্যে থেকেই জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ছিল। এই দুই জলাধারের জল মাইথন ও পাঞ্চেত এই দুই জলাধারের জল বরাকর ও দামোদর নদী বেয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজে পৌঁছয়। ফলে সেখান থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়বে।

ডিভিসি জানিয়েছে, নিম্নচাপের জন্য আসানসোল দুর্গাপুরের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অনবরত বৃষ্টি শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের তিলাইয়া, কোনার ও তেনুঘাট থেকে জল ছাড়ার পর মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে জল জমতে শুরু করে। পাঞ্চেতের বিপদসীমা ৪২৫ একরফিট আর মাইথনের বিপদসীমা ৪৯০ একরফিট। ডিভিসির এই দুই জলাধারের বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর জল ছাড়া শুরু হল যা আগামী সময়ে বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নদীর বাঁধ ভেঙে খানাকুলের বহু গ্রাম প্লাবিত, ভয়াবহ পরিস্থিতি বন্দর এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জল যন্ত্রণা কমেনি খানাকুলে। আবারও নদীর বাঁধ ভাঙল খানাকুলের বন্দরের জেলেপাড়া এলাকায়। প্লাবিত একাধিক গ্রাম। সকাল থেকেই বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল খানাকুলের রূপনারায়ণ নদ। সেই জলের চাপে বারবার ফাটল দেখা দিচ্ছিল নদীর বাঁধে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রশাসনের উদ্যোগে চলছিল বাঁধ মেরামতির কাজ। তারপরেও শেষ রক্ষা হল না। রূপনারায়ণ নদের জলের চাপে ভেঙে গেল খানাকুলের বন্দরের জেলেপাড়া এলাকার নদীর বাঁধ। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই খানাকুলের রূপনারায়ণ নদের জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল। ঘাটালের দিক থেকে শিলাবতী ও আরামবাগের দিক থেকে দ্বারকেশ্বর, এই দুই নদের মিলিত জলে ব্যাপক ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী।

খানাকুলের বন্দর-ধান্যঘরীতে দ্বারকেশ্বর ও ঘাটালের শিলাবতী নদী এই স্থানে মিলিত হয়ে রূপনারায়ণ সৃষ্টি হয়েছে। আর এখান থেকেই রূপনারায়ণ বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল। অন্যদিকে বন্দর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে খানাকুলের পানশিউলিতে দামোদরের শাখা নদী মুণ্ডেশ্বরী রূপনারায়ণে মিশেছে। একদিকে রূপনারায়ণের জলের চাপ অন্যদিকে মুন্ডেশ্বরী হয়ে ডিভিসির ছাড়া জল খানাকুলে ঢোকামাত্রই ভয়াবহ রূপ নেয় বন্যা পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই পানশিউলি বাজার জলের তলায়। হু হু করে জল ঢুকছে খানাকুলের বিভিন্ন গ্রামে।

এদিকে বিভিন্ন জলাধার থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এই জলে বিপদ বাড়াবে খানাকুল ও পুরশুড়ার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু গ্রাম। মঙ্গলবার বন্যা কবলিত গোঘাটের পাবা আর হাজিপুর পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি জেলার ডিএম মুক্তা আর্য এবং আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

তবে একদিকে বাঁধ মেরামত নিয়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের তুলোধনা করছেন আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি।

তিনি বলছেন, 'ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বন্যা মোকাবিলায় টিম গঠন করা হয়েছে। চেয়ারম্যান তার কথা বলেছেন।' কিন্তু এই বিষয়ে প্রস্তুত আছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন মানস ভুঁইয়া। মঙ্গলবার মেদিনীপুর ও ঘাটাল হয়ে আরামবাগে আসেন তিনি। এখানে সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কথা বলেন। এর পাশাপাশি একবারে কেন এত জল ছাড়া হল সেই নিয়েই তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'সব কিছুর উর্ধ্বে আমাদের এখন একটাই কাজ বন্যার মোকাবিলা করা ও বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো। তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন আমাদের সকলকে এক হয়ে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন।'

কারখানার সুপারভাইজারকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবারই হুগলির সাহাগঞ্জে এক কারখানার সুপারভাইজার পাপ্পু দাসকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন। মঙ্গলবার তিন জনকে গ্রেপ্তার করেন চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন সাব কনট্রাকটর ও দু'জন শ্রমিক। ধৃতরা হলেন শ্যামসুন্দর সাউ। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ে। অপরজন হলেন বান্টি দাস ও সরবন দাস। তাঁদের বাড়ি সাহাগঞ্জের মোল্লাপোতা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশ্বকর্মা পুজোর খাওয়া-দাওয়ার জন্য টাকা চাওয়া নিয়ে বচসা তৈরি হয়েছিল। তার জেরেই ওই সুপারভাইজার খুন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে চলবে তল্লাশি।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কাকদ্বীপ শাখা

বঁক ঔফ বড়ৌদা Bank of Baroda

"ললিত ভিলা" গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭

দাবি নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত **ঋণগ্রহীতার** প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

নোটিশের তারিখ/ অ্যাকাউন্ট নাম/ এনপিএ তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	সুবিধার প্রকৃতি এবং ধরন/সীমা/সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ : ১৬.০৯.২০২৪/ শ্রী অমিত কুমার ভকত/ এনপিএ তারিখ : ০৯.০৭.২০২৪	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী অমিত কুমার ভকত** বিদ্যানগর, গণেশপুর, পো. কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭	**১. টার্ম লোন** **ক) বরোদা মর্টগেজ লোন সম্পত্তির বিনিময়ে (টিএল ৩৮১৪০৬০০০০০৫২১)** **সীমা : ২২.০০ লাখ টাকা** **সুদের হার : ১০.২০ শতাংশ** **০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ১৩,২২,৯৫৮.৬৯ টাকা** (অপ্রদেয় সুদ, অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ নির্দিষ্ট তারিখ ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী) **খ) ভেহিকেল লোন (টিএল ৩৮১৪০৬০০০০১৩৫৭)** **সীমা : ৪০.০০ লাখ টাকা** **সুদের হার : ৯.৫৫ শতাংশ** **০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৩৩,৭১,৮৪৭ টাকা** (অপ্রদেয় সুদ, অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ নির্দিষ্ট তারিখ ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী) **মোট :** **সীমা : ৬২.০০ লাখ টাকা** **০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৪৬,৯৪,৮০৫.৬৯ টাকা** (অপ্রদেয় সুদ, অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ নির্দিষ্ট তারিখ ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী)	ঋণগ্রহীতা : শ্রী অমিত কুমার ভকত, বিদ্যানগর, গণেশপুর, পো:কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৭।---- সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৪ ডেসিমেল বাস্তু জমি (দোতলা বাণিজ্যিক ভবন সীমাপাঁচিল দিয়ে ঘেরা অবস্থিত মৌজা : গণেশপুর, জেএল নং ১১, বর্তমান বিএল এবং এলআর খতিয়ান নং ১১১৩৭, আরএস খতিয়ান নং ২৩২৩ (সিএস খতিয়ান নং ০৯৫১) বর্তমান বিএল এবং এলআর দাগ নং ৩৮১, আরএস দাগ নং ২৬৩৯/৭৩৮৫, কালেক্টর জেলা : তৌজি নং ২৭১৪, পরগনা : সুন্দরবন, বর্তমানে স্থানীয় প্রতাপ -আদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : কাকদ্বীপ, বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রী অমিত কুমার ভকত, পিতা প্রয়াত শ্রী বিজয় কুমার ভকত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জয়কৃষ্ণ দাস এবং বিজয় কুমার ভকত এর জমি; **দক্ষিণে :** উৎপল কুমার চক্রবর্তীর জমি; **পূর্বে :** জমি সিএস দাগ নং ৫৩৩; **পশ্চিমে :** ১৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং নিকাশি। **ভেহিকেল দায়বদ্ধ :** টয়োটা ফরচুনার লেজেন্ডার, সাদা পার্ল এবং এ কালো (ডব্লুবি০৬এক্স৬২৫৪)।

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে এবং রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালেরসিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৪, স্থান : কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা — **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 08.07.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. সঞ্জীব দাস 2. উর্মিলা মিত্র 3. মেসার্স কানন জুয়েলার্স (এটির মালিক সঞ্জীব দাসের মাধ্যমে)	সম্পত্তির সমস্ত খুঁটিনাটি ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং. 3 যার পরিমাপ 720 বর্গ ফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এবং যা রাধাকৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট ফেজ - ii নামে পরিচিত এবং যা কমন প্যাসেজ, সিঁড়ি, উপরের তলার ছাদ, কমন স্পেস, ড্রেন, লিফ্ট, স্যানিটারি চেম্বার, জলের ট্যাঙ্ক, মোটর পাম্প, পাইপ লাইন প্রভৃতি সহ এবং যেটি সেই জমির উপর তৈরি এবং নির্মাণ করা হয়েছে যার পরিমাপ 17.56 দশমিক যা L.R খতিয়ান নং. 37/5, 37/6 এবং 37/7 এর অধীনে দাগ নং. 490 এর সাথে সম্পর্কিত R.s দাগ নং. 426-এর অংশ, J.I. নং. 99 মৌজা - কালীপুর ডানকুনি থানার অধীনে হুগলি জেলার ডানকুনি পৌরসভার 18 নং. পৌর ওয়ার্ডে অধীনে। সীমানা: পূর্ব — ফ্ল্যাট নং. 6; পশ্চিম — ফ্ল্যাট নং. 1; উত্তর — খোলা স্থান; দক্ষিণ — সিঁড়ির দিকে যাওয়ার কমন প্যাসেজ	H17299240821015216 এবং H17299240821015216L	19/06/2024	টা. 1,36,800/-	টা. 21,96,093.05/-	টা. 13,68,000/-	পূর্বে নির্ধারিত অ্যাপোয়েনমেন্ট দ্বারা সমস্ত কর্মদিবসে সকাল 10.00টা থেকে বিকেল 5.30টে পর্যন্ত।	21/10/2024 মধ্যরাত 12.00টা থেকে দুপুর 2.00টো পর্যন্ত।
1. মেসার্স মোহিত স্টিল কর্পোরেশন। (এটির মালিক জয় প্রকাশ কেডিয়ার মাধ্যমে) 2. জয় প্রকাশ কেডিয়া 3. সুলোচনা কেডিয়া	ফ্ল্যাট নং 1st-k যার পরিমাপ কম বেশি 1064 বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যা বিল্ডিংটির প্রথম তলায় অবস্থিত যা ব্লক নং II নামে পরিচিত, খতিয়ান নং. 2599 এবং 2600 এর অধীনে দাগ নং. 18089 এবং 18090 এর উপর নির্মিত মৌজা বালি J.I. নং. 14 দ্বারা সমন্বিত, বর্তমানে হোল্ডিং নং./ প্রেমিসেস নং. 322 হিসাবে পরিচিত, জি.টি. রোড, হাওড়া, উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য উল্লিখিত জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের অবিভক্ত কমন এরিয়া বা অংশের সাথে এবং উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য উক্ত জমিতে এবং অন্যান্য সমস্ত সহজবোধ্য অধিকার সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ একসাথে বালি পৌরসভার অধীনে অবস্থিত, থানা বালি, পোস্ট অফিস বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া। সীমানা: পূর্ব — বাড়ি যা শৈলেন্দ্র মান্না দ্বারা দখলকৃত; পশ্চিম — জি.টি. রোড; উত্তর — পৌর ড্রেন; দক্ষিণ — বাড়ি নং 5/1, জি.টি. রোড, বেলুরমাঠ, হাওড়া, যা মেসার্স ইন্দো জাপান স্টিল লিমিটেড দ্বারা দখলকৃত।	H17299270921021442 এবং H17299280921014926	02/09/2024	টা. 3,63,888/-	টা. 49,30,738.01	টা. 36,38,880/-	পূর্বে নির্ধারিত অ্যাপোয়েনমেন্ট দ্বারা সমস্ত কর্মদিবসে সকাল 10.00টা থেকে বিকেল 5.30টে পর্যন্ত।	21/10/2024 মধ্যরাত 12.00টা থেকে দুপুর 2.00টো পর্যন্ত।

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **20/10/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **21/10/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **22/10/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - আশীষ সাহা, যোগাযোগ নং. 9800868054 এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, 15তম তলা, PS সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক DN, সল্টলেক সেক্টর V, কলকাতা 700091, পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং. 992068054, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: 6ষ্ঠ তলা, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই - 400 098.** ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তারিখ: 18.09.2024
স্থান: কলকাতা

পঞ্জাব নেশনাল বৈ